০৬ নভেম্বর ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোনরকম আইনী জটিলতা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করে - সকল সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিককে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক মর্মে হাইকোর্টের নির্দেশনা

গত ৪ঠা নভেম্বর ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্ট সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের কোনরকম আইনী জটিলতা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করে সকল সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিককে জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়ের করা রিট মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন।

গত ৮ই আগস্ট ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮ কার্যকর করার আদেশ দেন। রায়ে সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান বাধ্যতামূলক বলে আদালত আদেশ দিয়েছেন।

আদালত এই মর্মে রায়ে উল্লেখ করেন যে,

- নীতিমালার ৯.১ এ শৈল্য চিকিৎসায় সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত যে নীতিটি রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের আলোকে আবেদনকারীর পক্ষে আদালতে পেশকৃত সুপারিশ অনুযায়ী তা পরিবর্তন করতে হবে।
- নীতিমালার ১৬ নং নীতিতে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের জরুরী বিভাগের অবকাঠামো, জনবল এবং যন্ত্রপাতির তালিকা নির্ধারণ এবং এই নীতিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার অবকাঠামোগত ও প্রয়োজনীয় সেবা সুবিধার শর্ত সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারির বিষয়টি এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- আদালত এই মর্মে আরো নির্দেশনা দেন যে,স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় লিখিত রায় প্রাপ্তির ২ মাসের মধ্যে উক্ত পর্যবেক্ষণ দুটি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে নীতিমালাটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করবেন। মহামান্য আদালত আরও নির্দেশনা দেন যে, এ সংক্রান্ত উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই নীতিমালাটি আইন হিসেবে কার্যকর হবে।

এই নীতিমালার আলোকে এখন থেকে সকল সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক কোনপ্রকার আইনী জটিলতা আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি গণ্য না করে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য যে, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে সহায়তাকারীর (গুড সামারিটান) সকল প্রকার সুরক্ষা এই নীতিমালায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত ব্যক্তিদের জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে বিভিন্ন হাসপাতালের অস্বীকৃতি জানানোর ফলে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুতে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ব্লাস্ট সহ সৈয়দ সাইফুদ্দিন কামাল, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, তরুর এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কর্তৃক এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। রিটে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকে মারাত্মক আহত ব্যক্তির জরুরী চিকিৎসা সেবা কেন প্রদান করা হবে না মর্মে মহামান্য আদালত নির্দেশনা জারি করেন । আদালত জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০১৪-১৬ অনুয়ায়ী রাষ্ট্রের সকল হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে জরুরী চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে আদালতে দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সচিব, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং চিকিৎসা প্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোথায় অভিযোগ দাখিল করবে সে বিষয়ে নীতিমালা তৈরী ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমে সচেতনতা তৈরী

করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া আদালত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দুর্ঘটনাজনিত কারণে আঘাতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে জরুরী চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তবে তাদের সুরক্ষার জন্য একটি নির্দেশনা তৈরী করার আদেশ দেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দ সাইফুদ্দিন কামাল, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, তরু, এর কাছে থেকে জানা যায় যে, ২১ শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে জনৈক আরাফাত নামে একজন বাসের হেলপার বাসে উঠার সময় পা পিছলে নিচে পরে যায় এবং মারাত্মক ভাবে আহত হয়। পরে তাকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়া হলে সেই হাসপাতাল চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই আহত ব্যক্তিকে নিয়ে অন্য আরো ২ টি হাসপাতালে নেয়া হলে সেগুলো থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গুলশান থানা থেকে একজন সাব-ইন্সপেক্টর এর সহায়তায় তাকে কুর্মিটোলা জেনাররেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ঘটনায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ, ২৭, ৩১ ও ৩২ ও মেডিকেল ব্যবস্থা এবং বেসরকারী ক্লিনিকসমূহ ও ল্যাবরেটরী অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ধারা ৮, ১১ এবং বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ১৯৮০ এর ধারা ৫(ক) এর লংঘন বলে মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী সারা হোসেন এবং তাকে সহযোগিতা করেন ব্যারিস্টার অনিতা গাজী রহমান, ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম এবং এডভোকেট শারমিন আক্তার। রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল কাজী জিনাত হক এবং এসিস্ট্যান্ট এটর্নি জেনারেল জাকির হোসেন ।

মামলার আইনজীবী ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম বলেন, *দেশের আইন ব্যবস্থায় এই রায়ের মাধ্যমে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হওয়ায় আমি হাইকোর্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আদালতের এই রায়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলো সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের কোনরকম আইনী জটিলতা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করেই জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে। রায়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল - এখন সহৃদয় ব্যক্তিরা দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের সহযোগিতা করতে দ্বিধান্বিত হবে না। এই মামলায় আমাকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি সারা হোসেনের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আমাদের আসল যুদ্ধ এখন শুরু মাত্র, এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমাদের এখন কাজ করে যেতে হবে।*

ব্যারিস্টার অনিতা গাজী রহমান বলেন, *এরকম একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলায় যুক্ত হতে পেরে আমি সারা আপার কাছে কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি এই দৃষ্টান্তমূলক রায় প্রদান করে মাইলফলক স্থাপন করার জন্য মহামান্য আদালতের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এটর্নি জেনারেল অফিসের কথা স্মরণ করতে চাই। এই রায়ের মাধ্যমে সকল সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলো সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের কোনরকম আইনী জটিলতা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করে জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে এবং একই সাথে দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত আশেপাশের ব্যক্তিরা নির্ভয়ে আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তবে এই অর্জন পরিপূর্ণতা পাবে তখনই, যখন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব।*

বার্তা প্রেরক: মাহবুবা আক্তার, উপ- পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন),ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:
এডভোকেট ওবায়দুর রহমান [ফোন : ০১৭১৬৮৪৬৪৯০ ইমেইল : obaid@blast.org.bd]
ব্যারিস্টার আনিতা গাজী রহমান[ফোন: ০১৭১৩০৩৬৯১৭ ইমেইল: anita@legalcirclebd.com
ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম [ফোন : ০১৭১৪১৩৬০৭১ ইমেইল: rashna.imam@akhtarimam.com